আখেরী যুগ এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন

আখেরী যুগ বলতে শেষ যুগ বা কালকে বুঝায়। পবিত্র কুরআন এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আখেরী যুগকে চিহ্নিত করার জন্য লক্ষণাবলী বর্ণনা করেছেন। আখেরী যুগকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন কেন? এই জন্য যে পবিত্র কুরআনে সূরা জুমুআয় মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন, 'এবং (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) তাদের মধ্য থেকে অন্য লোকের মধ্যেও যারা এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই' উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আখেরী যুগে ইমাম মাহদী রূপে তার আধ্যাত্মিক পুন: আগমনের সু সংবাদ দিয়েছেন। আমার এ কথার প্রমাণ বুখারী কিতাবুস তফসীরের এ হাদীস :

'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.) নিকট বসেছিলাম। তখন সূরা জুমুআ যার মধ্যে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাক্কুবিহিম' আয়াত অবতীর্ণ হল। বর্ণনাকারী বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! তারা কারা (যারা এখনও আমাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই)? কিন্তু তিনি (সা.) এর কোন উত্তর দেন নাই। এমনকি তিন বার জিজ্ঞাসা করা হল। তখন সালমান ফারসীও আমাদের সঙ্গে ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সালমান ফারসী (রা.) এর ওপর হাত রেখে বললেন ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে গেলেও তাদের (পারশ্য বংশোদ্ভুত) এক বা একাধিক ব্যক্তি তথা হতে নিশ্চয় তা ফিরিয়ে আনবে' (বুখারী কিতাবুস তফসীর)।

উপরোক্ত হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আখেরী যুগে ইসলামের চরম অধ:পতনে তার অনুসরণকারীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে খোদা তাআলার ভালবাসা লাভ করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী এবং অনুসরণকারী হবেন। আর এর ফজিলতে আল্লাহ্ তাআলা সেই ব্যক্তিকে অধ:পতিত মুসলমানদের উন্নতি এবং ইসলামের সৌন্দর্য পুন:প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার দায়িত্ব দেবেন। এবং তার পদবী হবে ইমাম মাহদী বা প্রতিশ্রুত মসীহ্। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আখেরী যুগের ইমাম মাহদী হবেন তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে তিনি ফানাফিল্লাহ্ এবং ফানাফির রাসূল হবেন। আখেরী যুগ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

'যখন সূর্যকে আবৃত করা হবে' (সূরা আত্তাকভীর-২)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আখেরী যুগে আধ্যাত্মিক অন্ধকারে ইসলামের অনুসারীদের নিমজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে জগতের জন্য মনোনীত ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সূর্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শকে ছেড়ে অধ:পতিত হওয়ার বিষয়ে বলা হচ্ছে।

'এবং যখন নক্ষত্ররাজি নিস্প্রভ হবে' (সূরা আত-তাকভীর-৩)

উপরোক্ত আয়াতে 'আন নাজমু' বলতে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার হাক্কানী উলামাদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ আখেরী যুগে বেশীর ভাগ উলামা ইসলামের সৌন্দর্য এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হবে। 'এবং যখন পর্বতসমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে' (সূরা আত-তাকভীর-৪)

আমরা জানি মানব সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে নতুন নতুন শহর বা জনপদ গড়ে উঠছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় পাহাড়কে ডিনামাইট দ্বারা বিধ্বস্ত করে রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে। গড়ে উঠছে শহর, নগর বা কোন গ্রাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন :

'এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলিও পরিত্যক্ত হবে' (সূরা আত-তাকভীর-৫)

আখেরী যুগের আরেকটি অন্যতম লক্ষণ হল যান-বাহনরূপে উটের ব্যবহার উঠে যাবে। আজ আমরা দেখছি যে, আরবের মত মরু দেশে পর্যন্ত যানবাহনরূপে উটের কোন মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা নেই। উটের জায়গায় যানবাহনরূপে উন্নত ও দ্রুত গতি সম্পন্ন মোটর গাড়ী, রেল গাড়ী, জাহাজ, বিমান, ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে। আখেরী যুগ সম্পর্কে বর্ণিত পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ আরো বলেন–

'এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে প্রকাশিত) বিস্তৃত করা হবে'।

(সূরা আত-তাকভীর-১১)

উপরোক্ত আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদ পত্র, 'সাময়িকী ও পুস্তক পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন লাইব্রেরী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার সাধনের ব্যবস্থাপনার কথা বলা হচ্ছে। এটা আখেরী যামানার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র বিশেষ। উপরোক্ত আয়াতগুলোর মত পবিত্র কুরআনে আরও অসংখ্য আয়াত রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় বর্তমান যুগই আখেরী যুগ।

"আমি কেবল আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য হিসেবে অতীব জরুরী এই বিষয়টি জানাচ্ছি, আল্লাহ্ তাআলা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে সুরক্ষিত ইসলাম ধর্মের সংস্কার ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে আমাকে তার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন।

এই রোগাক্রান্ত যুগে কুরআন শরীফের মাহাত্ম আর মহানবী হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আর খোদা প্রদত্ত আত্মিক জ্যোতি:, অনুগ্রহরাজি, ঐশী নিদর্শন আর বিশেষ জ্ঞান দ্বারা ইসলাম ধর্মের ওপর আক্রমণকারী সকল শত্রুকে প্রতিহত করাও আমার কাজ।"

আখেরী যুগের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

'ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াত (আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা) প্রসার লাভ করবে। মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে। পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রী লোকের সংখ্যা বেশী হবে। পুণ্য কাজ কমে যাবে। মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি কাটা কাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব হবে। ভূমিকম্প বেশি হবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রচলন হবে, দলের সর্দার ফাসেক হবে। বাদ্য যন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে তাতে চড়ে মানুষ দূরদেশে যাতায়াত করবে না" (বুখারী ও মুসলিম)। উপরোক্ত হাদীসটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এক বাক্যে এ কথা স্বীকার করবে বর্তমান যুগই আখেরী যুগ বা শেষ যুগ। জ্ঞানী কথাটা এজন্য বললাম কারণ জ্ঞানী আধ্যাত্মিক দৃষ্টি শক্তি না হলে খোদা ও তাঁর রাসূলের বাণী বুঝা সম্ভব হয় না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরও বলেন :

'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে। কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে।' (মিশকাত)

সুধী পাঠক! উপরোক্ত হাদীসটি যে, পূর্ণতা লাভ করেছে তা আমরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য

(ইকতারাবাতুস সায়াত, ১৩০১ হিজরী সালে আল্লামা নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের পুত্র আল্লামা আবুল খায়ের নুরুল হাসান খান প্রণীত পুস্তক)

আজ কাল আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর মসজিদে বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিয়া মসজিদে সুন্নী মুসলমান নামায পড়তে পারে না সুন্নি মসজিদে শিয়া নামায আদায় করতে পারে না। ইসলামের নামে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমা পাঠকারীদের বোমা মেরে শহীদ করা হচ্ছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং ইসলামের আদর্শের সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। আর এ জন্যই আমাদের প্রিয় নবী (সা.) হাদীসে 'তাদের উলামা এবং তাদের মসজিদ বলেছেন'। যার মাধ্যমে প্রমাণ হয় এ ধরনের নামধারী ইসলামী দলের সঙ্গে ইসলাম এবং ইসলামের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কোন সম্পর্ক নেই।

উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান যুগই আখেরী যুগ বা শেষ যুগ। এবার প্রশ্ন হল বর্তমান যুগই যদি আখেরী যুগ হয় তাহলে আখেরী যুগের ইমাম মাহদী কোথায়? এই প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বর্ণিত আখেরী যুগ সম্পর্কে যাবতীয় লক্ষণাবলী যখন প্রকাশিত হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে যখন চরম দূরাবস্থা বিরাজ করছিল আর মুসলমানদের বড় বড় আলেম ইসলামের সত্যতা প্রমাণে ব্যর্থতার কারণে খৃষ্টানদের হাতে নিজেদের সোপর্দ করছিল ঠিক তখনই ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৩০৬ হিজরী সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের এক নিভৃত গ্রামে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এ যুগের ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হবার দাবী করেন।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আখেরী যুগে আগমনকারী ইমাম মাহদী (আ.)কে সত্যবাদী হিসেবে প্রমাণিত করার জন্য এক মহা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যা আখেরী যুগে দাবীকৃত ব্যক্তির পক্ষে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া।

উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দাবীকৃত ব্যক্তি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর জীবদ্দশায় পূর্ণতা লাভ করার মাধ্যমে তাকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এবং তিনি (আ.) বলেন, ধর্ম সংস্কারের লক্ষে খোদার পক্ষ থেকে যার আসার কথা ছিল সেই ব্যক্তি আমিই। যাতে করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত ঈমানকে আমি পুন:প্রতিষ্ঠা করি আর খোদার নিকট থেকে শক্তি লাভ করে তারই প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জগতকে সংশোধন, তাক্‌ওয়া ও সত্যনিষ্ঠার দিকে আকর্ষণ করি আর আমি যেন এদের বিশ্বাস ও আচরণগত ভুলত্রুটি দূরীভূত করি আর আল্লাহ্‌র ওহী দ্বারা আমাকে সুস্পষ্টরূপে বুঝানো হয়েছে, এই উম্মতের জন্য মুসলমান থেকে যে মসীহ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল আর সেই শেষ 'মাহদী' ইসলামের অধ:পতনের যুগে, পথভ্রষ্টতার বিস্তৃতির যুগে খোদা তাআলার কাছ থেকে যার সরাসরি 'হিদায়াত' লাভ করার কথা ছিল আর ঐশী তকদীরে সেই আধ্যাত্মিক খাদ্যভান্ডার মানবজাতির সামনে যার পক্ষ থেকে নতুন ভাবে পরিবশন করা নির্ধারিত ছিল–যার আগমনের সুসংবাদ তের'শ বছর পূর্বে আমাদের মহানবী (সা.) প্রদান করেছিলেন–আমিই সেই ব্যক্তি। (তাযকেরাতুস শাহাদাতাইন, পুস্তক, রূহানী খাযায়েন বিংশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩, ৪)

তিনি (আ.) আরও বলেন :

"আমি কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য হিসেবে অতীব জরুরী এই বিষয়টি জানাচ্ছি, আল্লাহ্ তাআলা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে সুরক্ষিত ইসলাম ধর্মের সংস্কার ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে আমাকে তার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন।

এই রোগাক্রান্ত যুগে কুরআন শরীফের মাহাত্ম আর মহানবী হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আর খোদা প্রদত্ত আত্মিক জ্যোতি:, অনুগ্রহরাজি, ঐশী নিদর্শন আর বিশেষ জ্ঞান দ্বারা ইসলাম ধর্মের ওপর আক্রমণকারী সকল শত্রুকে প্রতিহত করাও আমার কাজ।" ('বারাকাতুদ দোয়া' পুস্তক রূহানী খাযায়েন ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪)

আল্লাহ্ তাআলা সকল জাতির পথহারা মানুষদের যুগ ইমামকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

এস এম মাহমুদুল হক